১. অক্ষরবৃত্ত / মিশ্রকলাবৃত্ত

যে কাব্য-ছন্দে মূলপর্ব আট বা দশ মাত্রার হয় এবং শব্দধ্বনির আঘা একটা তান থাকে তাহাকে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত (Mixed Moric Me ছন্দ বলে। ধীর লয়ে এই ছন্দ পাঠ করিতে হয়।* ইহাকে যৌগিক ছন্দ তান-প্রধান ছন্দ বা পয়ারজাতীয় ছন্দও বলা হইয়া থাকে।

এই ছন্দের পর্ব সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া ইহার আরও কতকগুলি বৈ দেখা যায়। লয়ের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, বাগ্‌যন্ত্রের ক্লান্তি এড়া জন্য দীর্ঘ পর্বের ছন্দকে ধীরভাবে উচ্চারণ করাই রীতি। অক্ষরবৃত্ত এই কা ধীর লয়ের ছন্দ। এই জাতীয় ছন্দে শব্দধ্বনির চেয়ে স্পষ্টতর একটা তান স্বর শোনা যায়। অবশ্য গানের সুরের চেয়ে তাহা দুর্বলতর। পর্ব-দৈ জন্যই এই তান সৃষ্টি হয়। কারণ দীর্ঘ-পর্বের উচ্চারণ মন্থরতা কণ্ঠত কম্পনে অল্পতা আনিয়া তাহার অনুরণন বৃদ্ধি করে এবং এই অনুরণন বৃ জন্য ঐ জাতীয় চরণের মধ্যে একটা তান আসিয়া যায়। এখানে মনে দরকার যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের তান একটি পর্বের মধ্যে অধিক সংখ্যক অক্ষর ধ রাখিয়া দীর্ঘ-পর্বের সৃষ্টি করে না, বরং দীর্ঘ-পর্বই তানের সৃষ্টি ক সর্বাধিক সংখ্যক গুরু অক্ষর (হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর) ও ব্যঞ্জন শোষণ করিয়া লইবার শক্তি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে দিয়া থাকে। কারণ প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া যুক্তাক্ষর ও যুক্তধ্বনি গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের শেষে যদি হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর থাকে, তাহা দুই মাত্রা ধরা হয়। তাহার কারণও আছে। আমরা জানি, স্বর-গাম্ভী হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী পর্বাঙ্গ-বিভাগ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পর্বাঙ্গ এ একাধিক শব্দমাত্র। এক কারণে শব্দের প্রারম্ভিক অক্ষরে স্বর-গাম্ভীর্য যতটা শব্দের শেষ অক্ষরে ততটা থাকে না। এই শেষ অক্ষরে যখন স্বর-গাম্ভীর্য হ্র তখন শেষ অক্ষরটি হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হইলে তাহাকে এক মাত্রার অপেক্ষাকৃত দ্রুত উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। একে ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া বৃত্তে উচ্চারণ-মন্থরতা রহিয়াছে, তদুপরি শব্দের শেষ অক্ষরে স্বর-গাম্ভীর্য যায়। এমতাবস্থায় এই জাতীয় ছন্দের শেষে হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত থাকিলে তাহাকে দুইমাত্রা ধরিয়া ধীরভাবে উচ্চারণ না করিলে চলে না। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হইলে তাহাকে দুই মা

---

* ছন্দ অনুযায়ী লয় নির্দিষ্ট বলিয়া এই অধ্যায়ে মন্তব্য করিয়াছি। কারণ সেটাই নিয়ম। কেহ কেহ ছন্দের আলোচনায় লয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যেও একদল লয়কে ছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, একই ছন্দে তিন প্রকারের লয়ও দেখা যায়।

হয়, কারণ এই জাতীয় অক্ষর শব্দপ্রান্তিক বলিয়াই স্বীকৃত। শব্দের আদিতে বা মধ্যস্থলে স্বর-গাম্ভীর্য ততটা কমে না বলিয়া সেখানকার হলন্ত অক্ষরকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত উচ্চারণ করিয়া একমাত্রা ধরা হয়। তবে সমাসবদ্ধ হইলে পূর্ববর্তী একাক্ষর (হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরযুক্ত) শব্দটি বা পূর্ববর্তী শব্দের প্রান্তস্থিত হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরটি একমাত্রিক হইতে পারে, আবার দ্বিমাত্রিকও হইতে পারে। এই সম্পর্কে স্থির কোনো নিয়ম নাই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুক্তব্যঞ্জন দীর্ঘ পর্বোৎপন্ন সুরের অধীন থাকে বলিয়া তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী যুক্তব্যঞ্জন সমাবেশ করা যায়। তাহাতে মাত্রা-সংখ্যার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, কারণ তানের মধ্যে যুক্তব্যঞ্জন ডুবিয়া যায় এবং তাহাদের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ সম্ভব হয় না। তাহাতে মাত্রা-সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের মতে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শোষণশক্তি সর্বাধিক।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

(i) মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়।

(ii) শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান বা সুর থাকে।

(iii) শব্দান্তের হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হয়। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হইলে তাহাতেও দুই মাত্রা হয়। অন্য সমস্ত অক্ষর একমাত্রিক।

(iv) সমাসবদ্ধ শব্দের আদিতে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে এবং তাহা যদি একটি শব্দ হয় তবে তাহা কখনও কখনও দুই মাত্রা ধরা হয়।

(v) যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়। তাই পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

(vi) ধীর লয় থাকে।

উদাহরণ—

(ক) অনেক সৌন্দর্য আছে | হৃদয় ভরিয়া, ৮+৬
সহস্র মাণিক্য জ্বলে | অন্তর আঁধারে, ৮+৬
অনন্ত সঙ্গীতরাশি | কাঁপিয়া কাঁপিয়া ৮+৬
'দিবস রজনী করে | উন্মাদ আমারে। —চিত্তরঞ্জন দাশ ৮+৬

[অক্ষরের দ্বিমাত্রিকতা বুঝাইতে গিয়া এখন হইতে অক্ষরের উপর (॥) চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে।]

এখানে ছয়টি শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক [নেক্, দয়্, তর্, ঙ্গীত্, বস্, মাদ্ দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ওপর (॥) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে]। 'সঙ্গীতরাশি' সমাসবদ্ধ হইলেও পূর্ববর্তী 'সঙ্গীত্' শব্দের প্রান্তিক অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়াছে ('সঙ্গীত' শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ ধরিলে প্রান্তিক অক্ষরটিকে দ্বিমাত্রিক হিসাব করার প্রশ্ন উঠিবে না)। মূলপর্বে আট মাত্রা আছে। র্য, স্র, ক, ন্ত, ঙ্গ, ন্ম— এই সব যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হইয়াছে।

(খ) বেদমন্ত্র সম ভাষা ০+৮

নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, | মহেন্দ্র মন্দির-পানে ১০+৮

অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, | নিয়ত মঙ্গলগানে ১০+৮

ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। —রবীন্দ্রনাথ ১০+৮

এখানে মূলপর্ব দশ মাত্রার। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদ 'মঙ্গলগানে' হলন্ত অক্ষর 'ঙ্গল্' দুই মাত্রার হইয়াছে। অবশ্য 'মন্দির' ও 'মঙ্গল' শব্দদ্বয়ের অ-কারান্ত উচ্চারণও করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উভয় শব্দেই তিন অক্ষরে তিন মাত্রা হইবে। শব্দান্তের অন্যান্য হলন্ত অক্ষর যথানিয়মে দ্বিমাত্রিক।

(গ) ক্ষান্ত কর অতীতের | পুরাতন গৌরবের কথা। ৮+১০

সে কাহিনী আরবার | শুনিবার নাই কোন সাধ ৮+১০

—হুমায়ুন কবীর

এখানে 'আরবার' এই শব্দের অন্তর্গত হলন্ত অক্ষর 'আর্' ও 'বার্' দুইই দ্বিমাত্রিক। 'আর্' কে পৃথক হলন্ত শব্দ রূপে গণ্য করা হইয়াছে।

(ঘ) কে দিল মুছায়ে অশ্রু | কে বুলাল কর | সর্বাঙ্গে আদরে ? ৮+৬+৬

কে নব-পল্লবে দিল | রচিয়া শয়ন | আপন গহ্বরে ? ৮+৬+৬

—অক্ষয় বড়াল

বাঙলা ছন্দের রীতি অনুযায়ী এখানে ত্রিপর্বিক চরণের শেষ পর্বটি ছাড়া অন্য পর্ব দুইটি সমান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। কেহ কেহ এই জাতীয় চরণকে **মিশ্রপর্বিক**, কেহ বা **আবর্তনকারী** বলিয়াছেন।

(ঙ) কোথায় মাহিষ্মতী | কোথায় বা দ্বারাবতী।
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী } ৮+৮+১০